হাউ-উ-উ-উ
হাউ-উ-উ-উ
আমি
তারানাথ জ্যোতিষী,
বুঝি কেবল পয়সা—
তুমি আমায়
এক পয়সা
দেবে না!
সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে
বলে কোনো স্বার্থ নেই আমার।
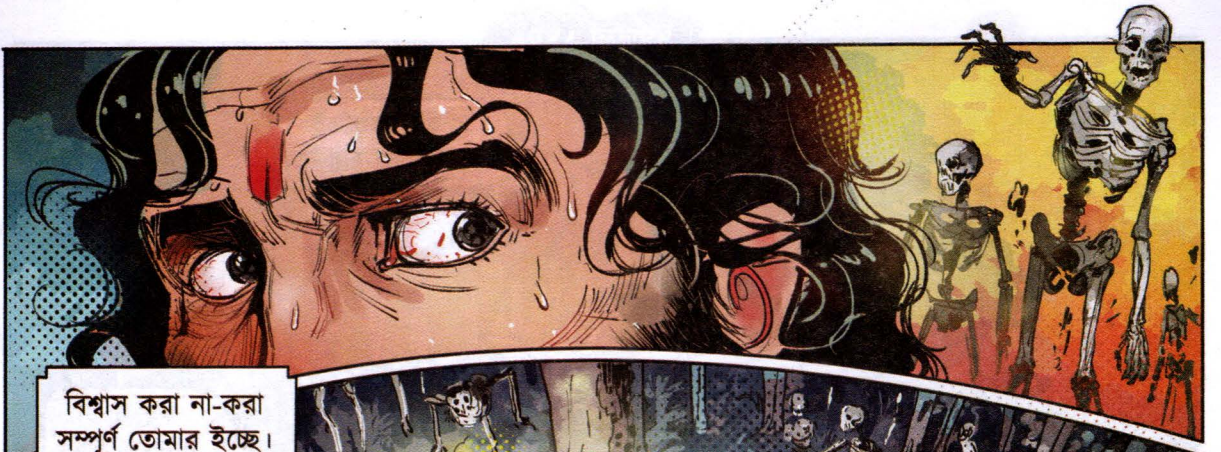
বিশ্বাস করা না-করা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছে।
আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?
আমায় উদ্ধার করো।
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে
তারানাথ তান্ত্রিক

ধর্মতলা, ১৯৪০
এ হার কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।
অতটা মুষড়ে পোড়ো না ভাই! দ্বিতীয় লিগে মোহনবাগানই জিতবে, দেখে নিয়ো।
কই, চা-টা দাও গো চাচা!
Smoke PASSING SHOW and Enjoy Good Health
তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ
২/২ মট লেন
অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড়ো মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার।
বিভূতিকাকা, লেসের কাপড়ের ছবিটা এনেছেন?
আজ যে ফুটবলের বড্ড ভিড় ছিল, কাল এনে দেব।
চারি মা! এবার তুই ভেতরের ঘরে যা! তোর সেলাইয়ের কাজগুলো এবেলা সেরে নে, কেমন!
দরজাটা ভেজিয়ে দিস!
আচ্ছা বাবা।
গল্পটা এবার বলেই ফেলুন ঠাকুরমশাই!
গল্প নয় হে কিশোরী! এসব গল্প হলে অ্যাদ্দিনে বড়ো গল্পলেখক হয়ে যেতুম, হেঃ হেঃ!
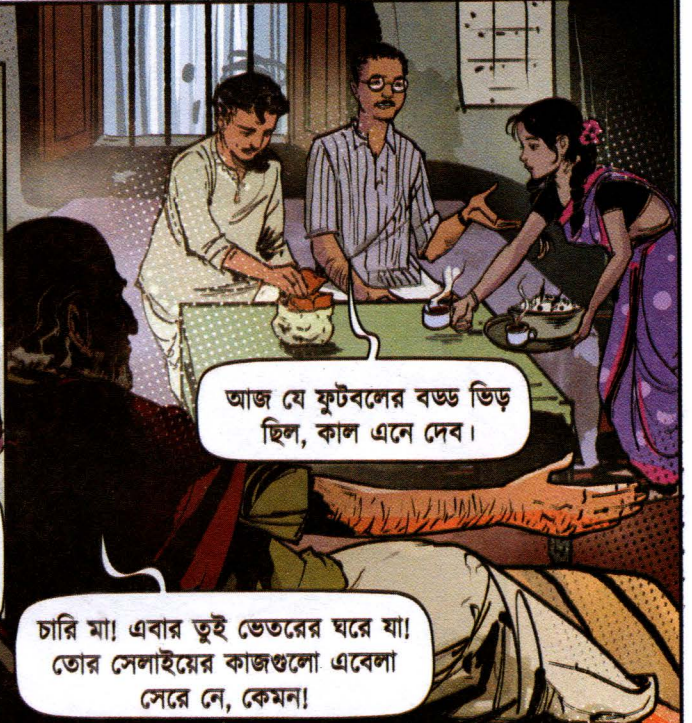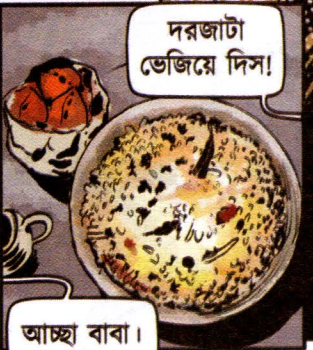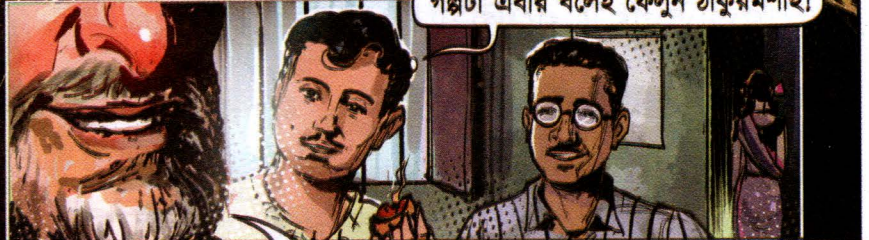
কতকাল হয়ে গেল, সে কি আজকের কথা? তখন আমি একজন গুরুর সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
অবশেষে বরাকর নদীর ধারে এক শালবনে তাঁর দেখা পেলাম।
ওহে ছোকরা! সাধু হব বললেই হওয়া যায় না।
দয়া করুন বাবা। আমায় আপনার শিষ্য করে নিন।
রয়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে।
একদিন গভীর রাতে বাবার এক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ আমার চোখে পড়ল।
এ কী! মেয়েমানুষ, এত রাতে?
তারপর থেকে প্রতিরাতেই সে নারীমূর্তি অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়েছে।
এইরকম চলল আরও দিন দশ-বারো।

একদিন সকালে...
শান্তিস্বস্ত্যয়নের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। এবারে দয়া করে গরিবের ভিটেতে আপনার পদধূলি দিন বাবা!
বেশ! চলো।
দিন দুয়েক থাকব না। মন্দিরের দেখাশোনা কোরো।
যে আজ্ঞে!
সেদিন রাতে...
আমার মনে ভয়ানক কৌতূহল দেখা দিল। বাবার অবর্তমানে নিজেই গিয়ে বসলাম যজ্ঞবেদির সামনে। দেখি, আজ রাত্রে সে আসে কি না!
ঘুণাক্ষরেও জানতাম না, অজ্ঞাতসারে কী বিভীষিকার সম্মুখীন হতে চলেছি।
অদৃষ্টের লিপি। সেই কালরাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটেনি।
ঠিক কতক্ষণ পর জ্ঞান হারিয়েছিলাম, তা মনে নেই। পরদিন সাধুবাবা এসে আমায় উদ্ধার করেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি, ভূতডামর তন্ত্রে এসব উপদেবীকে বলা হয় যোগিনী। জপ ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এরা সাধকের আপন হয়ে যায়। এদের মধ্যে ভালো মন্দ দুইই আছে।
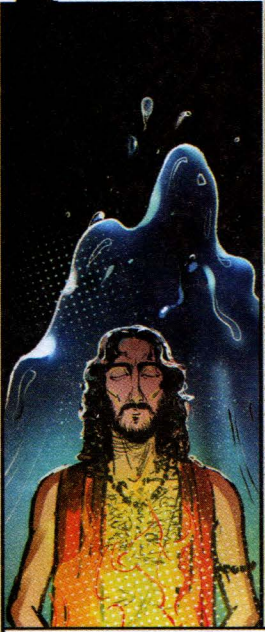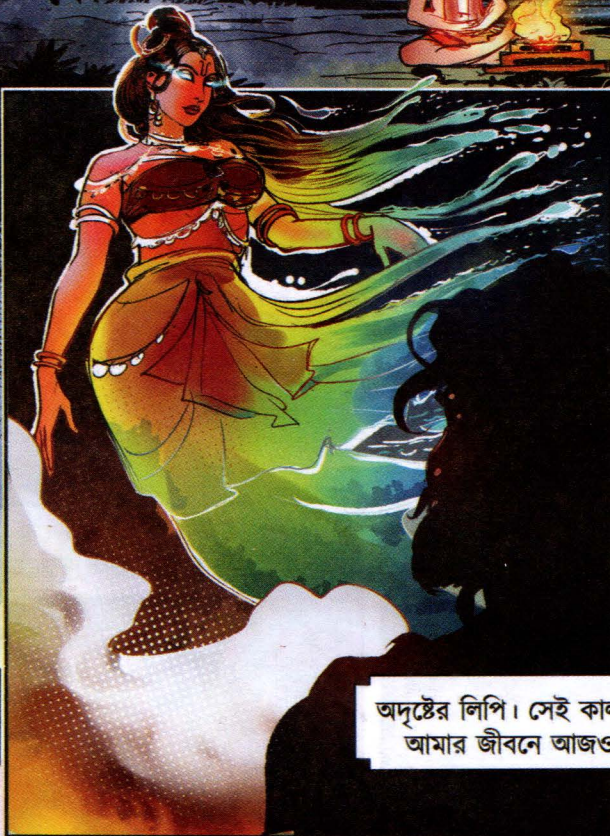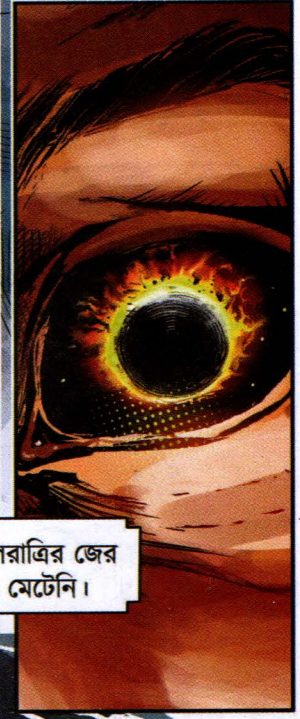
গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে, ও-পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু অদৃষ্টলিপি আর বলছে কাকে?
বেশ! আমি তোমাকে মধুসুন্দরীদেবীর সাধনার মন্ত্র দিলাম। তবে এর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হতে যেয়ো না।
হয় তুমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ হবে, নয়তো একেবারে উন্মাদ হয়ে যাবে। সামলাতে পারা বড়ো কঠিন।
উদ্যত ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী, নীলাম্বর পরিধানা মদ বিহ্বললোচনা।
এই দেবী এসেছিলেন মানুষী হয়ে।
আবার কুপিত হলে তাঁর রোষকটাক্ষে করালিনী কালভৈরবী রূপেরও সাক্ষী থাকতাম আমি।
এমন তেজের কাছে ঘেঁষা যায় না।
অথচ কী মানবীই না হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায় প্রিয়ার বেশে।

সেই থেকে তিনটি মাস দেবী মধুসুন্দরী প্রতিরাত্রে আমায় দেখা দিয়েছিলেন।
সত্যিকারে বাঁচা বেঁচে ছিলাম ওই তিন মাস। আমার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ পেয়েছিলাম।
যার ফলে আমার জীবনের বাকি সময়টা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। দেবী চলে যাওয়ার পর উন্মাদ হয়েছিলাম বেশ কিছু সময়।
বৈবাহিক জীবনও সুখের হয়নি। তবে দেবীর কৃপায় অন্নকষ্টে পড়তে হয়নি কোনোদিন।
লোকটার কী অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা, ভাবতে পারো বিভূতি?
Smoke PASSING SHOW and Enjoy Good Health
সে টানেই তো বারবার যাই ওঁর কাছে। কিন্তু সবটাই কি গল্প?
দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্‌ন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও...
চলি হে হ্যামলেটভায়া! বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ! আগামীকাল দেখা হবে, কেমন!
সাবধানে যেয়ো কিশোরী! দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

তবে প্রথমটির উত্তর অবশ্যই দেব, নইলে আমার বলা গল্পটার সঙ্গে সুবিচার করা হবে না।

তারানাথ চক্রবর্তী,

জন্ম বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া-রুদ্রপুর গ্রামে।

লোকটার বড়ো অদ্ভুত ইতিহাস!

অল্প বয়সে সাধুসংসর্গের বাসনায় ঘর ছাড়ে এবং

এক ক্ষমতাশালী তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়।

তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করার ফলে কিছু গুরুদত্ত ক্ষমতা লাভ করে।
তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ
এইখানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রক্ত মতে প্রস্তুত করি।
আসুন, ও দেখিয়া বিচার করুন। বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।
এই ক্ষমতা ভাঙিয়েই কলকাতায় ফিরে তার জ্যোতিষচর্চার পসার জমে ওঠে।
শেয়ার মার্কেট,
ঘোড়দৌড়,
ফাটকা—
এইসব ব্যাপারে তার ক্ষমতা দেখিয়ে প্রচুর পয়সা করেছিল এককালে।
কিন্তু সেই অর্থ যে-পথে এসেছিল, সে-পথেই বেরিয়ে গেল।
বাবা তো বাড়ি নেই!
ঠিক হ্যায়! হামি আগলা হপ্তা ফির আসব। তব পুরা পইসা ওয়াসুল করিয়ে লিয়ে যাব।
ই কুথাটা তুমার বাবাকে বলিয়ে দিবে খোক্কি।
তখন থেকেই চতুর্দিকে তারানাথ ধারে টাকাপয়সা নেওয়া শুরু করল।
পরিণামে দেনার দায়ে সে আকণ্ঠ ডুবে গেল। জ্যোতিষ ব্যাবসাও লাটে উঠল।
তবে কিছু পুরোনো খদ্দের এখনও যোগাযোগ রাখে। তার মধ্যেই একজন আমার বন্ধু কিশোরী সেন।

সে-ই আমায় প্রথমবার তারানাথের কাছে নিয়ে যায়।
আপনার জন্মদিন ১৫ শ্রাবণ, ১৩০৫ সাল।
বিবাহ ১৩২৭ সাল, ওই ১৫ শ্রাবণ।
জন্মমাসে বিয়ে? এ তো বিরল ঘটনা!
কী আশ্চর্য! সব যে হুবহু মিলে যাচ্ছে!
মিলবে, আরও মিলবে!
আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে।
আপনার স্ত্রী-র শরীর বর্তমানে খারাপ যাচ্ছে।
তেরো বছর বয়সে আপনার মস্ত বড়ো একটা ফাঁড়া গিয়েছিল।
বর্তমানে আপনার কিছু অর্থ নষ্ট হয়েছে। সে-টাকা আর পাবেন না,
বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে।
লোকটার এরকম আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে গেলাম।

তোমায় একদিন সব শিখিয়ে দেব।
চন্দ্রদর্শন করতে চাও?
চন্দ্রদর্শন?
ছেলেবেলায় খুড়িমার গুরু ছিলেন এক সাধুবাবা। খুব নামডাক ছিল তাঁর। তিনিই এই যোগবিদ্যা শিখিয়েছিলেন আমায়।
বাবাজি বলতেন, ভালো করে চন্দ্রদর্শন অভ্যাস করলে জগতের আর কিছুই নাকি অজানা থাকে না।
তাঁর কাছে আরও এক যোগ শিখেছিলাম—জ্যোতির্দর্শন।
এসবের পর বাড়িতে আর মন টিকল না। ঠাকুমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম।
অহল্যাবাইয়ের ঘাট, কাশী, ১৮৯২
এখানে আর-এক সাধুবাবার সঙ্গে আলাপ হল। দু-এক কথার পর তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—
রুদ্রপুরের রামরূপ সান্যালের নাম শুনেছ?
তাদের বংশে এখন কে আছে, জানো?
সান্যালরা একসময় আমাদের গ্রামে জমিদার ছিল শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। তবে ওই নামে তো কাউকে...?
তোমার বয়স আর কতটুকু! তুমি জানবে কী করে? খেয়াঘাটের কাছে শিব মন্দিরটা আছে তো?
খেয়াঘাট তো নেই, তবে জঙ্গলাবৃত প্রাচীন জীর্ণ শিব মন্দির একটা আছে বটে।

আপনি কে বলুন তো, আমাদের গাঁয়ের কথা এত জানেন?
বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?
এ পথ তোর নয়। ফিরে সংসারধর্ম কর গে যা!
আশীর্বাদ করছি, সেখানেই তোর উন্নতি হবে!
বাড়ি ফিরে জানতে পারি, সান্যালদের বংশে চার-পাঁচ পুরুষ আগের জমিদার রামরূপ সান্যাল ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপের দাদা রামনিধি অবিবাহিত অবস্থায় সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। আমার এক দৃঢ় বিশ্বাস হল, কাশীর ওই সাধু আর রামনিধি একই লোক। কোনো যৌগিক শক্তির বলে দেড়শো বছর পরেও বেঁচে আছেন।
উলকুণ্ড শ্মশান, বীরভূম, ১৮৯৭
অনেক ঘোরাঘুরির পর এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর সন্ধান পাই।
এরপরই আমার মনে অতিলৌকিক জগতের অনুসন্ধিৎসা আরও গেড়ে বসে। সঠিক গুরুর সন্ধানে আবার গৃহত্যাগী হই।
তুই আবার এসেছিস! বেরো এখান থেকে! কতবার বলেছি, তোর দ্বারা এসব হবে না, হবে না! পালা!
মাতঙ্গিনী।
মা! আমায় দয়া করো! আমায় তোমার শিষ্য করে নাও! অনেক দূর থেকে এসেছি।
স্থানীয় লোকে বলে মাতু পাগলি।
দূর হ হারামজাদা!
নে মর!
আ-আ-আ-হ-হ!
প্রতিদিন সে আমায় এইভাবে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেয়।
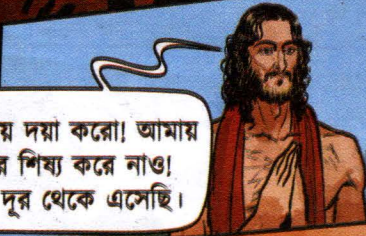
অথচ প্রতিরাতেই ঘুমের ঘোরে...
তারানাথ!
তারানাথ!
তারানাথ!
খুব ব্যথা লেগেছে না রে! রাগ করিসনে বাছা আমার।
কাল আবার যাস আমার ওখানে!
এরকম বেশ কয়েকবার হওয়ার পর একদিন...
কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায়? দিনে মারধর দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আবার রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়ে এখানে আসতে বলছ। এরকম করে তোমার লাভ কী?
তোকে দেখা দিচ্ছি?
স্বপ্নে???
তোর মুণ্ডু চিবোতে যাচ্ছি, শালা!
বোস এখানে।
তোর দ্বারা কি হবে?
তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে।
যা বলব, করতে পারবি তুই?
সাহস থাকে তো শোন!

পৃথিবীতে এমন কিছু অদৃশ্য জীব আছে, যারা প্রেতলোকের বাসিন্দা।
তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায়, এরা তা-ই করে।
এদের মধ্যে ভয়ানক শক্তিশালী এক ধরনের অপদেবতা আছে,
যাদের দিয়ে কাজ হয় সব থেকে বেশি।
তন্ত্রে বলে হাকিনী।
প্রচণ্ড সাহসী না হলে এদের সাধনা করা যায় না, নইলে মৃত্যু অবধারিত।
কাল আসিস, তন্ত্রবিদ্যায় তোর হাতেখড়ি হবে।
তোকে শবসাধনা শিখিয়ে দেব। এখন যা!
পরদিন পড়ন্ত বিকেলে...
টেনে তোল এদিকে।
মড়া পাওয়া গেছে। ওপারের ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধহয়।
যেভাবে বলে দিলাম, ঠিক তেমনটাই করবি!
যদি কোনো বিভীষিকা দেখিস, ভয় পাবি না। ওসব হাকিনীদের মায়া, ভয় পেলেই মরবি।

কিছুক্ষণ পর
পরিবেশটা একেবারে বদলে গেল।
যারা এসেছিল,
তারা কেউ-ই ইহজগতের বাসিন্দা নয়।
এবং অবশেষে-
আমি ষোড়শী,
মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
আমায় তোমার পছন্দ হয় না?
তুমি মহাডামরী ভৈরবীর সাধনা করছ কেন?
জানো না ও কে?

প্রণাম গ্রহণ করুন দেবী, কিন্তু আপনারা কি এত সহজে সাড়া দেন?
আপনার মুখ যে বড্ড চেনা লাগছে!
তোমার মন্ত্রে দিব্যোঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলুম।
যার সাধনা তুমি করছিলে, সে-ও এসেছে।
দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না?
গ্‌-গ্‌-ই-ই-ই-র-র-র-র-র
আমায় উদ্ধার করো।
আমায় খুন করে মেরে ফেলেছে বলে আমার গতি হয়নি।
আমায় উদ্ধার করো
বাঁচাও-ও!

যা! তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে।
অত ভয় পেলি কেন? বলেছিলাম না, এসব হাকিনীদের মায়া?
বাঁ-চা--আ-ও--ও!
এরা সাধনায় বাধা দেয়। মহাষোড়শীর সাক্ষাৎ পাওয়া মুখের কথা নয়।
ওরে মূর্খ! তোকে সামান্য ভেলকি দেখিয়েছি।
তুমি সবটাই তাহলে মিথ্যে ভয় দেখালে!
তোকে বাজিয়ে নিলাম। তোর কম্ম নয় তন্ত্রসাধনা। তুই আর কোনোদিন এখানে আসবিনে।
দু-একটা কিছু শিখিয়ে দেব, বেচে খাস।
মাতঙ্গিনী সাধারণ মানবী ছিল না। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্য পাগলি সেজে শ্মশানে ঘুরে বেড়াত।
বলাই বাহুল্য, তারানাথের যা শক্তি সব মাতু পাগলিই দিয়েছিল, কিন্তু সে রাখতে পারেনি।
কেবল চন্দ্রদর্শনটা এখনও করতে পারে! আমায় শিখিয়ে দেবে বলেছে!
তুমিও শিখতে চাও??
চিত্রনাট্য ও ছবি: সুমন্ত গুহ
সমাপ্ত